দৈনিক জনকণ্ঠ

২৩/১১/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ১

ঢাবিসহ ৬ ভার্সিটির ৭ ভিসি-প্রোভিসি অপসারিত

শরিফুজ্জামান পিন্টু/মামুন অর রশীদ ॥ ক্ষমতায় আসার এক মাসের মাথায় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সোমবার বড় ধরনের রদবদল করেছে। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগরসহ দেশের ছয়টি বিশ্বদ্যািলয়ে ভিসি এবং প্রোভিসির সাতটি পদে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। খুলনা এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা ঘোষণা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। সোমবার রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপিপন্থী সাত শিক্ষকের মনোনয়ন চূড়ান্ত করে। রাত আটটা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্য ছাড়া অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্তরা চিঠি পাননি। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্র ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতজনের নতুন নিয়োগ নিশ্চিত করেছে। রাত আটটায় মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, রাতের মধ্যে এই নিয়োগ চূড়ান্ত হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে মন্ত্রণালয়ে অবস্থান করছিলেন।

নবনিযুক্ত সাত উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ

(১১: পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ঢাবিসহ ৬ ভার্সিটির

(প্রথম পাতার পর)

চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জসীমুদ্দিন আহমদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকী এবং ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান। নবনিযুক্ত উপ-উপাচার্যবৃন্দ হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা জেড এন তাহমিদা বেগম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক খলিলুর রহমান এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শামসুদ্দীন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীকে সরিয়ে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে। বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেছেন, অগণতান্ত্রিকভাবে তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপাচার্য বাসভবনে সকাল দশটায় সাংবাদিক সম্মেলনে আজাদ চৌধুরী উদ্ভূত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আজাদ চৌধুরী ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে রেকর্ডসংখ্যক সিনেটরে ভোটে নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয় দফায় উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত উপাচার্যকে অপসারণ করায় বিশ্বদ্যিালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের একটি বড় অংশের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী নতুন উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পাবার খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষক এবং ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনে ভিড় জমান। এদিকে বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, গত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যা কিছু ব্যর্থতা তা আমার এবং যা কিছু সফলতা তার অংশীদার সহকর্মী শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চিঠি পাবার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন আইনী লড়াইয়ে যাবেন কিনা। তিনি জানান, আমার ব্যর্থতা বা অপরাধ কিছুই জানলাম না। শুধু বিকাল থেকে শুনছি রাজার চিঠি আসছে। এদিকে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী এক প্রতিক্রিয়ায় জনকণ্ঠকে বলেন, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালন করতে চান। এদিকে অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে উপাচার্য নিয়োগের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন প্রভোস্ট এবং একজন সহকারী প্রক্টর পদত্যাগ করেছেন। এরা হলেন ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট ড: আনোয়ার হোসেন, এফ রহমান হলের প্রভোস্ট হারুন অর রশিদ, এস এম হলের প্রভোস্ট আর আই এম আমিনুর রশিদ এবং সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক রফিক উল্লাহ খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদত আলীকেও অপসারণ করা হয়েছে এবং এই পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে অধ্যাপক জিনাতুন্নেছা তাহমিদা বেগমকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম একজন শিক্ষিকা উপ-উপাচার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী। তিনি ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগে ১৯৭৮ সালে যোগ দেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি নওগাঁর রানীনগর উপজেলার প্রাণনাথপুর গ্রামে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক সাইদুর রহমান খানকে অপসারণ করা হয়েছে। সাইদুর রহমান '৯৯ সালের ৪ আগস্ট উপাচায নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল বায়েসকে অপসারণ করে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক জসীমুদ্দিন আহমদকে নতুন উপাচার্য করা হয়েছে। অধ্যাপক জসীমুদ্দিনের বাড়ি নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার ধানুয়া গ্রামে। রাত আটটায় তিনি জনকণ্ঠকে জানান, তিনি এখনও চিঠি পাননি। তবে তাঁর নিয়োগের কথা জেনেছেন।